AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date: 19.09.2024 Time: 7.50 P.M

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবি মেনে রাজ্য সরকার সব হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে দ্রুত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

২) আর জি কর কান্ডে ধৃত সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল।

এদিকে মেডিকেল কাউন্সিল দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে অভিযোগ করে জুনিয়ার চিকিৎসকরা আজ কাউন্সিলের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

৩) বিজেপি রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ এনেছে।

৪) আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে জুনিয়ার চিকিৎসকদের ধর্নায় হামলার ছক কষার অভিযোগে ধৃত বাম যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তের জামিন মঞ্জুর কলকাতা হাইকোর্টের।

৫) কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার আজ আর জি কর হাসপাতাল ও উত্তর কলকাতার বিভিন্ন থানা ঘুরে দেখেন।

৬) রাজ্যের প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আজও বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসিকে দায়ী করেছে।

অন্যদিকে, বিজেপি, রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামতির দাবী জানিয়েছে।

৭) দেশের সেরা গ্রামের স্বীকৃতি পেলো মুর্শিদাবাদের বড়নগর।

oooooooooooooooooooooooo

আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি মেনে রাজ্য সরকার সব সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে দ্রুত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান দপ্তরের প্রধান সচিব কে লেখা এক নির্দেশিকায় হাসপাতালগুলিতে অন ডিউটি রুম, ওয়াশ রুম, সিসিটিভি এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত অডিট ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্যে রাজ্যের তরফে প্রাক্তন ডিজিপি সুরজিত কর পুরকায়স্থকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।

হাসপাতালগুলির সব কমিটিকে কাজ করতে বলা হয়েছে। মহিলা নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়াও মোতায়েন করতে বলা হয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ। হাসপাতালে রাতে নজরদারির জন্যে স্থানীয় থানাকে প্রয়োজনীয় পুলিশ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। হঠাত বিপদে পড়লে হাসপাতালগুলিতে কন্ট্রোল ব্যবস্থার সঙ্গে সংযোগ করে প্যানিক বাটন লাগানোর কথা বলা হয়েছে। চিকিৎসক, নার্স সহ বিভিন্ন শূন্য পদে দ্রুত নিয়োগ করতে হবে বলে মুখ্যসচিব জানিয়েছেন। সব নির্দেশ দ্রুত কার্যকর করে রাজ্যস্তরের টাস্ক ফোর্সকে তা জানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

oooooooooooooooooooooooooo

RG Kar কান্ডে ধৃত সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করলো পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল। আজ এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। আর্থিক দুর্নীতি এবং চিকিৎসক পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে সি বি আই। বর্তমানে তিনি রয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে।

উল্লেখ্য, গত ৬'ই সেপ্টেম্বর সন্দীপকে শোক-কজ নোটিশ পাঠায় রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে সেই নোটিশের জবাব না দেওয়া সত্বেও সন্দীপের মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়নি কেন, তা' জানতে চেয়ে

কাউন্সিলের সভাপতি ডাক্তার সুদীপ্ত রায়কে গত মঙ্গলবার চিঠি পাঠায় IMA-র রাজ্য শাখা। অবিলম্বে তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার দাবী জানানো হয়।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করে 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স', IMA-র রাজ্য শাখা এবং 'প্রোটেক্ট দি ওয়ারিয়র্স' –এর ডাকে কাউন্সিলের অফিসের সামনে আজ বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। **'মেডিক্যাল কাউন্সিল সাফাই করো'** নামে এই অভিযানে ছিলেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার্স ডক্টর্স' ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা'ও।

oooooooooooooooooooooooo

বিজেপি রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিভিন্ন তথ্য ও নথি নিয়ে দাবি করেন রাজ্যে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে শাসকদলের নেতা ও মন্ত্রীরা দুর্নীতি করেননি। তিনি বলেন,আরজিকরের ঘটনার পর সব দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছে। স্বাস্থ্য ভবনে পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে এবং তাই নিয়ে তিনটি এফআইআরও হয়েছে।

(বাইট – শুভেন্দু)

বর্তমানে ইডি বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি মেডিকেল কলেজে ভর্তি নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

বিরোধী দলনেতার আরও অভিযোগ,কোভিডের সময়েও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা নয় ছয়েরও অভিযোগ করেন তিনি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভবনের নিয়োগেও এনআরআই কোটায় চরম দুর্নীতি হয়েছে বলে তার

দাবি। শাসকদলের একাধিক নেতা মন্ত্রীর নিকট আত্মীয়দের ডাক্তারিতে সুযোগ পাওয়া নিয়ে শ্রী অধিকারী প্রশ্ন তোলেন।

oooooooooooooooooooooooo

সাক্ষী হিসেবে CBI-এর কাছে বয়ান নথিভুক্ত করার জন্য আজ CGO কমপ্লেক্সে যান DYFI নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। নিহত চিকিৎসক পড়ুয়ার দেহের ময়নাতদন্তের পর তড়িঘড়ি পুলিশ দেহ বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় শববাহী গাড়ী আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি ও বাম যুব কর্মীরা। পরিবারের সদস্যরা না আসা পর্যন্ত মরদেহ যাতে রেখে দেওয়া হয়, সেই চেষ্টা করেও তাঁরা সফল হননি। বেরিয়ে আসার পর মীনাক্ষী বলেন, তাঁরা চান, ধর্ষণ খুনের ঘটনাটিকে যারা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাদের যেন সি বি আই অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে।

(বাইট- মীনাক্ষী)

এদিকে, সি পি আই এম-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, সিবিআই মীনাক্ষীকে তলব করেনি সহযোগিতার জন্য ডেকেছে। কারণ ঘটনার দিন সবার আগে মীনাক্ষীরা পৌঁছেছিলেন তথ্য প্রমাণ লোপাট ঠেকাতে। তিনি আজ শিলিগুড়িতে সাংবাদিকদের বলেন,

(বাইট – সেলিম)

অন্যদিকে, আর জি কর-এর ঘটনার প্রতিবাদে স্বাস্থ্যভবনের সামনে জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্ণায় হামলার ছক কষার অভিযোগে ধৃত বাম যুবনেতা কলতান দাশগুপ্তকে আজ জামিন দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। পাঁচশো টাকা ব্যক্তিগত বন্ডের বিনিময়ে তার জামিন মঞ্জুর করা হয়। আদালতের অনুমতি ছাড়া, পুলিশ তার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারবে না, চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে হবে, পাল্টা চার

সপ্তাহের মধ্যে কলতানও হলফনামা দিতে পারবেন বলে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দিয়েছেন। ১৮-ই নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি।

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাবশালী চিকিৎসক নেতা সুদীপ্ত রায়ের বাড়ি ও নার্সিংহোমে প্রায় ২০ ঘন্টা তল্লাশি চালানোর পর ইডি আজ তাঁকে CGO কমপ্লেক্সে তলব করে। দুপুর দেড়টা নাগাদ ইডির দপ্তরে হাজির হন সুদীপ্ত। এখনো তাঁকে জেরা করা হয়েছে।

oooooooooooooooooooooo

কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা আজ RG Kar হাসপাতালের পুলিশ আউটপোস্টে যান। কথা বলেন CISF-এর সঙ্গে। এরপরে তিনি এমার্জেন্সি বিভাগ সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন।

পরে অধ্যক্ষের ঘরে বৈঠকে বসেন তিনি। এর আগে কাশিপুর, টালা ও সিঁথি থানাতেও যান মনোজ ভার্মা ।

আর জি কর হাসপাতালে তরুনী চিকিৎসককে ধর্ষন ও হত্যাকান্ডের তদন্তে উত্তর কলকাতার এই সব থানা কাজ করেছিল।

oooooooooooooooooooo

রাজ্যের প্লাবিত এলাকাগুলি সরেজমিনে দেখতে গিয়ে আজ'ও DVC কেই এই বন্যা পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

পুরশুড়া ও ঘাটালের পর আজ পাঁশকুরা ও উদয়নারায়নপুরে প্লাবন পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন তিনি। DVC কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, যে পরিমাণ জল এবার জলাধারগুলি থেকে ছাড়া হয়েছে, তা' আগে কখনো হয়নি। এর

প্রতিবাদে DVC-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার এবং ঝাড়খন্ডের সঙ্গে রাজ্যের সীমানা তিনদিন বন্ধ রাখার কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

(বাইট – মমতা)

বন্যা পরিস্থিতির জেরে জলবাহিত রোগের প্রকোপ এবং সাপের উপদ্রপ বাড়তে পারে। সেকথা মাথায় রেখে জুনিয়ার ডাক্তারদের আবারো দ্রুত কাজে ফেরার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

(বাইট- মমতা বন্যা)

oooooooooooooooooooo

রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এলাকার বন্যা পরিস্তিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। জামালপুরের শাহ্ হোসেনপুরের বন্য কবলিত এলাকা ও ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখে তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রের গাফিলতিতেই এই বন্যা পরিস্থিতি, মানুষের ভোগান্তিও। দামোদর নদ ও মুন্ডেশ্বরী নদীর ড্রেজিং-এর কোন কাজই হয়নি বলে মন্ত্রী অভিযোগ করেন।

এদিকে, বিজেপি রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলির মেরামতির দাবি জানিয়েছেন। দলের রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার আজ পাঁশকুড়া ও ঘাটালের প্রতাপপুর, হরিসিংপুর প্রভৃতি এলাকার বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে বাঁধগুলির অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্ষা আসার আগেই সেগুলি মেরামত করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে মুখ্যমন্ত্রী প্রতি বছরের মতো এবারেও সেই ম্যান মেড বন্যার তত্ত্ব দিয়ে কেন্দ্রের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন। গত এক বছর এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের রাজ্য কি ব্যবস্থা নিয়েছে, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

(বাইট – সুকান্ত)

সুকান্তবাবু আজ বন্যা দুর্গত এলাকায় খাবার ও ত্রিপল বিতরণ করেন।

এদিকে, ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতির আজ কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নতুন করে বাঁধ ভাঙার কোন খবর নেই। মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস জানিয়েছেন, কুমারচকে বাঁধ ভেঙে পড়েছে বলে যে খবর ছড়ায়, তা সঠিক নয়।

তবে, ডেবরা ব্লকের নন্দবাড়ি এলাকায় বাঁধ ভাঙার জন্য কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে বলে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন।

অন্যদিকে, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরের প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা প্লাবিত। আমতা দু-নম্বর ব্লকে প্লাবিত ৯-টি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ১২-টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে।

বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় নদীয়ার শান্তিপুরের একাধিক জায়গায় ভাগীরথীর জল ঢুকেছে। চরপান পাড়া, হিজুলি মুসলিমপাড়া, টেংরিডাঙা, নৃসিংহপুর এলাকায় চাষের জমি জলমগ্ন। নৃসিংহপুর বাস স্ট্যান্ডে জল উঠে যাওয়ায় খেয়া পারাপারে যাত্রীদের সমস্যা হচ্ছে। গয়েশপুর ও বাগআছরা এলাকায় গঙ্গা সংলগ্ন কালভাট, সাঁকো ও রাস্তার ওপর দিয়ে জল বইছে। বাগআছরা পঞ্চায়েতের বিজেপি-র প্রধান চরপানপাড়া এলাকায় ত্রাণবিলি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

oooooooooooooooooooooo

নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে গরু নিয়ে নদী পেরোনোর সময় জলে ডুবে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার তিনদিনের মাথায় আজ তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলার দপ্তরের কর্মীরা। ইছামতির উৎস মুখে জল না থাকায় নদীর বুকের উপর দিয়ে চলাচল করে সবরকমের যানবাহন। খাটুরা গ্রামের বাসিন্দা বছর ৪৬-এর বিদ্যুৎ বিশ্বাস গত মঙ্গলবার বিকেলে গরু নিয়ে নদী পার হচ্ছিলেন। সেসময় মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণী নদীর জল ইছামতিতে প্রবেশ করায় জলস্তর বৃদ্ধি পায়। এরপরই তলিয়ে যান বিদ্যুৎ।

oooooooooooooooooooooo

পূর্ব বর্ধমানের কালনায় বেহুলা নদী সাঁতরে ওপাড়ের জমি দেখতে যাওয়ার সময় জলে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক চাষীর। মৃতের নাম সুদেব ঘোষ, বাড়ি কালনার কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্বমঙ্গলা এলাকায়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ওই নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বেহুলা নদী পারাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। এলাকায় নজরদারি শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে কালনার ভাগীরথী নদীতে জল অনেকটাই বেড়েছে। যদিও ফেরি পরিষেবা চালু রয়েছে।

oooooooooooooooooooooooo

পূর্ণিমার ভরা কোটালে আদিগঙ্গার জল উপচে প্লাবিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানারজির কালীঘাটের বাড়ি। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট সহ আদিগঙ্গা সংলগ্ন বহু এলাকাই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী যখন উদয়নারায়ণপুরের বন্যা পরিস্থিতি দেখছেন, সেসময়ই তাঁর কাছে খবর আসে যে নিজের বাড়িও জলমগ্ন।

oooooooooooooooooooooooo

দেশের সেরা পর্যটন গ্রাম এর স্বীকৃতি পেল মুর্শিদাবাদের বড়নগর গ্রাম। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারকে একথা জানানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সামাজিক মাধ্যমে এই খবর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন । তিনি বলেন পর্যটন মন্ত্রক বরানগর গ্রামটিকে কৃষি-পর্যটন বিভাগে 'সেরা পর্যটন গ্রাম' হিসেবে নির্বাচিত করেছে।২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে বরানগর গ্রামকে এই পুরস্কার দেবে কেন্দ্র।

oooooooooooooooooooooooo

বাগিচা শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে জটিলতা কাটাতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে আগামীকাল প্রস্তাবিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সব সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও দপ্তরের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য বাগিচা শ্রমিকরা গত বছর ১৯ শতাংশ হারে বোনাসের পরে এইবার তারা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি জানালেও মালিকপক্ষ আট দশমিক ৩৩ শতাংশ হারে বোনাসের বেশি দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। সমস্যা সমাধানে ইতিমধ্যে দ্বিপাক্ষিক ভাবে তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোন সমাধান সূত্র বেরোয়নি।

oooooooooooooooooooooo

পুজোর বোনাস, ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন এর অন্তর্গত কলকাতা পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা আজ পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ঘরের সামনে বিক্ষোভ দেখান। বেশ কিছুক্ষন ঘেরাও করা হয় মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর ঘর।

oooooooooooooooooooooooo